"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ করতে হলে ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত হও, মাতা ও কন্যাদের বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্যে তীব্র ইচ্ছা হওয়া উচিত, শিব শক্তিরা বাবার নাম উজ্জ্বল করতে পারে"

*প্রশ্নঃ - সব কন্যাদের বাবা কোন্ একটি শুভ পরামর্শ দেন?

*উত্তরঃ - হে কন্যারা - তোমরা এবারে চমৎকারিত্ব (কামাল) করে দেখাও। তোমাদের মাম্মার মতন হতে হবে। এখন তোমরা লোক-লজ্জা ত্যাগ করো। নষ্টমোহ হও। যদি অধর কন্যা হও তাহলে দাগ লেগে যাবে। তোমাদের রঙ-বেরঙের মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় সেবা করো তো হাজার মানুষ এসে তোমাদের চরণে আশ্রয় নেবে।

ওম্ শান্তি। তোমরা শিব শক্তিরা হলে তীব্র উদ্যমী। বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার ইচ্ছা হওয়া উচিত। একেই বলা হয় ঈশ্বরীয় নেশা। বাবা তো সামনে দেখেন কারা বসে আছে। বাস্তবে ক্লাসের বৈঠক এমন হওয়া উচিত যাতে সবার উপরে টিচারের দৃষ্টি যায়। এইটি তো সৎসঙ্গের মতন হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যাবে ড্রামার ভবিতব্য এমনই। ক্লাসে নম্বর অনুসারে বসানো সম্ভব নয়। বাচ্চারা যেমন মুখশ্রী দেখতে ইচ্ছুক থাকে, তেমনই বাবাও মুখ দেখতে চান। বাচ্চাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে অন্ধকার থাকে। তোমরা বাচ্চারা আলোকিত করবে। শুধু ভারতে নয় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আলো ছড়িয়ে দেবে।

গীত : - মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি। এই গীতও হলো তোমাদের শাস্ত্র। সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো গীতা এবং সব শাস্ত্র মহাভারত, রামায়ণ, শিব পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি এর থেকেই রচিত হয়েছে। ওয়ান্ডার না! মানুষ বলে নাটকের রেকর্ড বাজানো হয়। কোনো শাস্ত্র তো এনার কাছে নেই। আমরা বলি এই রেকর্ড দ্বারা যা অর্থ বের হয়, তার থেকে সব বেদ গ্রন্থ ইত্যাদির সার তত্ব বেরিয়ে আসে। (গীত বাজলো) এ হল মাম্মার মহিমা। মাতাদের সংখ্যা তো অনেক। কিন্তু মুখ্য হলেন জগৎ অম্বা। এই জগৎ অম্বা-ই স্বর্গের দ্বার খোলেন। তারপরে তিনি নিজেই জগতের মালিক হন, তাই অবশ্যই মায়ের সাথে তোমরা বাচ্চারাও আছো। ওঁনার গায়ন আছে তোমরা হলে মাতা-পিতা .....। শিববাবাকেই মাতা-পিতা বলা হয়। ভারতে জগৎ অম্বাও আছেন এবং জগৎ পিতাও আছেন। কিন্তু ব্রহ্মার এত নাম বা এত মন্দির ইত্যাদি নেই। শুধু আজমের শহরে ব্রহ্মার বিখ্যাত মন্দির আছে, সেখানে ব্রাহ্মণরাও থাকেন। ব্রাহ্মণ হয় দুই প্রকারের - সারসিদ্ধ এবং পুষ্করণী। পুষ্করে যারা থাকে তাদের পুষ্করণী বলা হয়। কিন্তু ওই ব্রাহ্মণদের এই কথা জানা নেই। বলবে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী। জগৎ অম্বার খ্যাতি অনেক। ব্রহ্মাকে কেউ এত জানেনা। কেউ অনেক ধন প্রাপ্ত হলে ভাবে সবই সাধু-সন্তদের কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা ভাবে না। বাবা বলেন আমি ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে পারেনা। আমরা তো সন্ন্যাসীদের মহিমাও করি। যদি এই সন্ন্যাসীগণ পবিত্র না থাকতেন তাহলে ভারত পুড়ে মরতো। কিন্তু সদ্গতি দাতা তো হলেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষের সদ্গতি করতে পারে না।

বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা সবাই সীতা, শোক বাটিকায় আছো। দুঃখে, শোক তো হয় তাইনা। রোগ ইত্যাদি হলে দুঃখ কি হবেনা? অসুস্থ হলে মনে খেয়াল আসবেই - কবে সুস্থ হবো? এমন তো কেউ বলবেনা যে অসুস্থ থেকে যাই। পুরুষার্থ করি, সুস্থ হয়ে যাই। তা নাহলে চিকিৎসা করা হয় কেন? এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই দুঃখ, রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করি। মায়া রাবণ তোমাদের দুঃখ দিয়েছে। আমাকে তো বলে সৃষ্টির রচয়িতা। সবাই বলে ভগবান কি দুঃখ দেওয়ার জন্যে সৃষ্টি রচনা করেছেন ! স্বর্গে এমন কথা থোড়াই বলবে। এখানে দুঃখ আছে তবেই মানুষ বলে যে ভগবানের কি দরকার ছিল যে দুঃখের সৃষ্টি রচনা করেছেন, আর অন্য কোনো কাজ ছিল না ? কিন্তু বাবা বলেন এই হল সুখ-দুঃখ, হার-জিতের তৈরি করা খেলা। এ হল ভারতকে কেন্দ্র করেই খেলা - রাম ও রাবণের। ভারতের হয় রাবণের কাছে হারলে হার, রাবণকে পরাজিত করে রাম রূপে পরিণত হয়। রাম বলা হয় শিববাবাকে। রামের নাম এবং শিবের নামও নিতে হয় বোঝানোর জন্যে। শিববাবা হলেন বাচ্চাদের মালিক বা নাথ। তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন। বাবার উত্তরাধিকার হলো স্বর্গের প্রাপ্তি তারপরে সেখানে হল পদ মর্যাদা। স্বর্গে তো দেবতারা থাকেন।

আচ্ছা, স্বর্গের রচয়িতার মহিমা শোনো।

(গীত) ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা হলেন জগদম্বা। তাঁকে কেউ জানেনা। অম্বা-জী-তে অনেক মানুষ যায় নিশ্চয়ই। এই বাবাও অনেকবার গেছেন। বাবুল নাথের মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেকবার গিয়েছেন । কিন্তু কিছুই জানা ছিলনা। কতখানি অবুঝ ছিলেন। এখন আমি এনাকে কতখানি বুদ্ধিবান বানিয়েছি। জগৎ অম্বার টাইটেল কত বড় - ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা। এখন তোমাদের অম্বা-জী মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। জগৎ অম্বার ৮৪ জন্মের কাহিনী তো বলা উচিত। যদিও মন্দির তো অনেক আছে। মাম্মার এই চিত্রটি কেউ মানবেনা। আচ্ছা, ঐ অম্বার মূর্তি দিয়েই বোঝাও এবং সঙ্গে এই গীতও নিয়ে যাও। এই গীত হলো তোমাদের প্রকৃত সত্য গীতা। সার্ভিস তো অনেক আছে তাইনা। কিন্তু সার্ভিসেবল বাচ্চাদের মনে সত্যতা থাকা চাই। তোমরা এই গীত জগৎ অম্বার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বোঝাও। জগৎ অম্বা হলেন কন্যা, ব্রাহ্মণী। জগৎঅম্বাকে এত গুলি ভূজা দেওয়া হয়েছে কেন ? কারণ তাঁর অনেক সহযোগী বাচ্চারা আছে। শক্তি সেনা কিনা। তাই চিত্রে অনেক ভূজা দেখিয়ে দিয়েছে। শরীর কিভাবে দেখাবে? ভূজা দেখানো সহজ, শোভনীয় দেখায়। চিত্রে বহু চরণ দিলে না জানি চেহারা কেমন হবে। ব্রহ্মাকেও বহু ভূজা দেখানো হয়েছে। তোমরা সবাই তাঁরই সন্তান কিন্তু এত ভূজা তো দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমাদের অর্থাৎ কন্যাদের মাতাদের সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ করো। অম্বা মন্দিরে গিয়ে তোমরা এই গীতের মহিমা করো তাহলে অনেকে আসবে। তোমরা এত নাম উজ্জ্বল করবে যত পুরানো ব্রহ্মাকুমারীরাও করতে পারেনি। এই ছোট ছোট কন্যারা কামাল করতে পারে। বাবা শুধু একজনকে নয়, সব কন্যাদের বলছেন। হাজার মানুষ তোমাদের চরণে এসে পড়বে। তাদের সম্মুখে এত আসবেনা যত তোমাদের কাছে আসবে। হ্যাঁ, এরজন্য লোকলজ্জা ত্যাগ করতে হবে। একেবারেই নষ্ট মোহ হতে হবে। বলবে আমার বিবাহের প্রয়োজনই নেই, আমরা তো পবিত্র থেকে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করবো। অধর কুমারীদের তবুও তো দাগ লেগে যায়। কুমারীদের বিবাহ হতেই দাগ লাগা শুরু হয়ে যায় । রঙ-বেরঙের মায়া লেগে যায়। এই জন্মে মানুষ কি থেকে কি হয়ে যেতে পারে। মাম্মাও এই জন্মেই হয়েছেন। তাদের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত অল্প কালের জন্যে। মাম্মা প্রাপ্ত করেন ২১ জন্মের জন্য। তোমরাও নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হও। সম্পূর্ণ পাস হলে পরে দিব্য জন্ম প্রাপ্ত হবে। তাদের হলো অল্পকালের সুখ, তাতেও কত চিন্তা থাকে। আমরা তো হলাম গুপ্ত। আমাদের বাইরে কোনো শো করতে হবেনা। তারা শো করে। এই রাজ্যটি হল মৃগ তৃষ্ণার মতন। শাস্ত্রেও আছে দ্রৌপদী বলেছে - অন্ধের সন্তান অন্ধ, তারা যাকে রাজত্ব ভাবছে সেসব তো এখন শেষ হলো বলে। রক্তের নদী বইবে। পাকিস্তানে যখন বিভাজন হয় তখন প্রতিটি ঘরে মারামারি হয়েছিল। এখন তো রাস্তায় চলতে ফিরতে মারামারি হবে। কত রক্ত বইবে, একে কি স্বর্গ বলা যাবে? এইটি কি নতুন দিল্লি, নতুন ভারত? নতুন ভারত তো পরিস্তান ছিল। এখন তো বিকারের প্রবেশ রয়েছে, অনেক বড় শত্রু। রাম-রাবণের জন্ম ভারতেই দেখানো হয়। শিব জয়ন্তী বিদেশে পালন হয় না, এখানেই পালন হয়। তোমরা জানো রাবণ কখন আসে? যখন দিন পূর্ণ হয়ে রাত হয় তখন রাবণ আসে। যাকে বাম মার্গ বলা হয় । দেখানোও হয়েছে বাম মার্গে গিয়ে দেবতাদের কি অবস্থা হয়ে যায় ।

বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। যে নিজে জাগ্রত থাকবে সে-ই জাগ্রত করতে পারবে। বাবা তো হলেন শুভ চিন্তক। বলবেন মায়ার চড় যেন না লেগে যায়। অসুস্থ হলে সার্ভিস তো করতে পারবেনা। জগৎ অম্বা জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত করেন, লক্ষ্মী নয় । লক্ষ্মীকে ধন প্রদান করা হয়, ফলে তিনি দান করেন। কিন্তু সেখানে দান ইত্যাদি তো হয়না। দান সর্বদা গরিবদের করা হয়। সুতরাং কন্যারা মন্দিরে গিয়ে এমন ভাবে সার্ভিস করলে অনেকে আসবে। বাহবা দেবে, প্রণাম করবে। মাতাদের রিগার্ডও থাকে। মাতা-রা শুনে প্রফুল্লিতও হবে। পুরুষরা নিজের নেশায় থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই সাকার হলেন বাহ্যযামি (শিববাবাকে বলা হয় অন্তর্যামী) । এনার ভিতরে যে লর্ড থাকেন, তিনি হলেন লর্ড অফ লর্ড (শিববাবা) । কৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণ বলা হয় না ! আমরা তো বলি কৃষ্ণেরও লর্ড অফ লর্ড হলেন পরমাত্মা। ওঁনাকে এই বাড়িটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইনি হলেন ল্যান্ডলেডি এবং ল্যান্ডলর্ড দুই-ই। ইনি হলেন মেল ও ফিমেল দুই-ই, আশ্চর্যের কথা তাই না !

ভোগ অর্পণ করা হচ্ছে। আচ্ছা, বাবাকে সকলের স্মরণের স্নেহ-সুমন দিও। আনন্দের সাথে সেলাম পাঠায় বড় উস্তাদকে। এটা হলো একটি প্রচলিত প্রথা। যেমন শুরুতে সাক্ষাৎকার হতো, তেমনই শেষ সময়েও বাবা খুশী করবেন। আবুতে অনেক বাচ্চারা আসবে। যারা থাকবে তারা দেখবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ০৮-০৪-৬৮

এটা ঈশ্বরীয় মিশন চলছে। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা আসবে। যেমন তাদের মিশন আছে খ্রীস্টান বানানোর। যারা খ্রীস্টান হয় তাদের খ্রীস্টান ডিনায়স্টিতে সুখ প্রাপ্ত হয়। ভালো বেতন প্রাপ্ত করে, তাই অনেক খ্রীস্টান হয়েছে। ভারতবাসী এত বেতন দিতে পারে না। এখানে অনেক করাপশন আছে। মাঝখান থেকে ঘুষ না নিলে চাকরি চলে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এই স্থিতিতে কি করণীয়? বলবেন যুক্তি দিয়ে কাজ করো তারপরে শুভ কাজে দান করে দিও।

এখানে সবাই বাবাকে স্মরণ করে আহবান করে যে আমরা পতিত, এসে আমাদের পবিত্র করো, লিবারেট করো, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। বাবা নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাইনা। ঘরে ফিরবার জন্যই তো এত ভক্তি ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু যখন বাবা আসবেন তখন নিয়ে যাবেন। ভগবান হলেন একজন। এমন নয় সবার মধ্যে ভগবান এসে বলবেন। ওঁনার আগমন হয় সঙ্গমে। এখন তোমরা এমন কথা বিশ্বাস করবে না। আগে বিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ভক্তি করো না। তোমরা বলো প্রথমে আমরা পূজা করতাম। এখন বাবা এসেছেন আমাদের পূজ্য দেবতায় পরিণত করতে। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের তোমরা বোঝাও। গায়ন আছে না যে, মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না..... । দেবতাদের মহিমা আছে তাইনা। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। এখন হলো কলিযুগ। বাবাও সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার শিক্ষা দেন। দেবতারা হলেন সবার চেয়ে উত্তম, তাই তো এত পূজা হয় । যাঁদের পূজা করা হয় তাঁরা নিশ্চয়ই কখনও ছিলেন, এখন নেই। বুঝতে. পারা যায় যে, এই রাজধানী পাস্ট হয়ে গেছে। এখন তোমরা হলে গুপ্ত। কেউ কি আর জানে যে আমরা বিশ্বের মালিক হবো। তোমরা জানো আমরা পড়াশোনা করে এইরূপে পরিণত হই। তাই পড়াশুনাতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন তাহলে কেনই বা স্মরণ করবো না। তারপরে দিব্য গুণও চাই। আচ্ছা !

আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুডনাইট আর নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই দুনিয়ায় নিজের বাহ্য শো করবে না। সম্পূর্ণ পাস করতে গুপ্ত পুরুষার্থ করতে থাকতে হবে।

২) এই রঙ-বেরঙের দুনিয়ায় ফাঁসবে না। নষ্টমোহ হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করার সেবা করতে হবে। সবার সৌভাগ্য উদয় করতে হবে।

বরদানঃ- হৃদিরাম (দিলারাম) বাবার স্মরণের দ্বারা তিনটি কালকে সুন্দর করে তোলা ইচ্ছা মুক্ত ভব

যে বাচ্চাদের হৃদয়ের এক হৃদিরাম বাবার স্মরণ রয়েছে তারা সদা বাঃ বাঃ এর গীত গাইতে থাকে। তাদের মন থেকে স্বপ্নেও 'হায়' শব্দ বেরোতে পারে না। কেননা যা হয়েছে সেও বাঃ যা হচ্ছে সেও বাঃ আর যা হবে সেও বাঃ। তিনটি কালই বাঃ। অর্থাৎ ভালোর থেকেও ভালো। যেখানে সবকিছু ভালো সেখানে কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে না। কেননা ভালো তখনই বলা হবে যখন সব প্রাপ্তি গুলি থাকবে। প্রাপ্তি সম্পন্ন হাওয়াই ইচ্ছা মুক্ত হওয়া।

স্লোগানঃ- সংস্কারগুলিকে এমন শীতল বানিয়ে নাও যে বলপ্রয়োগ (জোশ) বা কর্তৃত্ব ফলানোর (রোয়াব) সংস্কার ইমার্জই হতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;